মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন

‘দুর্ঘটনা-দুর্যোগ হ্রাস করি, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ি’, স্লোগানকে সামনে রেখে, কুষ্টিয়ার মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২ শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) সকালে মিরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন প্রাঙ্গণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল আলম ও মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মোঃ সবুজ হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সাব-অফিসার শাহে আলম ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৭ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০২২ সমাপ্তি হবে।

জাগ্রত সাহিত্য সম্মাননা পদক

পেলেন সাংবাদিক এসএম জামাল

কুষ্টিয়ার সাংবাদিক ও লেখক এস এম জামাল জাগ্রত সাহিত্য সম্মাননা পদক পেয়েছেন।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাগ্রত সাহিত্য সম্মাননা-২০২২ উপলক্ষে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

জাগ্রত গ্রুপের চেয়ারম্যান কবি জাগ্রত হিরো শিহাব রিফাত আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আল মুজাহিদী।

জাগ্রত গ্রুপের চেয়ারম্যান জাগ্রত হিরো শিহাব রিফাত আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা খ্যাতিমান কবি আল মুজাহিদী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা আহসানুল হক মিনু, জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ এর প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা সাহিত্যিক ও কবি হাসান টুটুল, বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য কবি আতিক হেলাল, জাগ্রত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আশরাফ চৌধুরী, সেক্রেটারী জেনারেল নাসরিন ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মোঃ মেজবাউল হক নাছিম, কবি অধরা আলো, কবি নায়লা পাইলট, কবি শামসুল হক শামীম, কবি এইচ এম হাসান মাহমুদ প্রমুখ

সাহিত্যকর্ম ব্যক্তিকে মার্জিত করে তোলে– কবি আল মুজাহিদী

একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা খ্যাতিমান কবি আল মুজাহিদী বলেছেন, সাহিত্যকর্ম ব্যক্তিকে মার্জিত করে তোলে।

সৃজনশীল সাহিত্য মননশীল মানুষ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার হাতিয়ার। তাই সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সৃষ্টিশীল মানুষকে সম্মান করতে

হবে। যাদেরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্যতা দিয়েছেন তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাগ্রত সাহিত্য সম্মাননা-২০২২ লেখক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, সাহিত্যচর্চার ফলে মানুষের জৈবিক ও আত্মিক- এ দুই সত্তারই উৎকর্ষ সাধন হয়। সাহিত্য ব্যক্তিকে মার্জিত করে তোলে এবং আবেগ, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে জীবনের সামগ্রী করে নেয়ার প্রেরণা জোগায়। সুন্দর মনের সুন্দর মানুষ ছাড়া সাহিত্যচর্চা কোনোদিনই সফল হতে পারে না।

জাগ্রত গ্রুপের চেয়ারম্যান জাগ্রত হিরো শিহাব রিফাত আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা আহসানুল হক মিনু, জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ এর প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা সাহিত্যিক ও কবি হাসান টুটুল, বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য কবি আতিক হেলাল, জাগ্রত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আশরাফ চৌধুরী, সেক্রেটারী জেনারেল নাসরিন ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মোঃ মেজবাউল হক নাছিম, কবি অধরা আলো, কবি নায়লা পাইলট, কবি শামসুল হক শামীম, কবি এইচ এম হাসান মাহমুদ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে জাগ্রত গ্রুপের চেয়ারম্যান কবি জাগ্রত হিরো শিহাব রিফাত আলম বলেন, সৃজনশীল প্রতিভাব বিকাশে কাজ করছে জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবি সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ একটি সৃজনশীল পরিবার। আর এই পরিবারের সকল সদস্য আমাদের সম্পদ। আমরা আমাদের সীমিত সার্মথ্য দিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্ম জাতির সামনে তুলে ধরতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। আলোকিত দেশ গড়তে সবসময় আমরা আপসহীন।

তিনি বলেন, সাহিত্য সত্য, সুন্দর, আনন্দময় অনুভূতিতে পাঠক হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে। হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিও পেতে পারে মহৎ জীবনের আভাস। পাষাণবৎ মানুষও নতুন করে খুঁজে পায় মনুষ্যত্ব। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহিত্যপাঠ হতে পারে একটি কৌশল।
জীবনকে সৃজনশীল ও ক্রিয়াশীল রাখতে সাহিত্যের সান্নিধ্য আবশ্যক। সাহিত্য মানবমনের চিরকালের মুক্তির সরোবর। সাহিত্য

পাঠের চেয়ে মহৎ আনন্দ আর নেই।

শিল্প-সাহিত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েই সাহিত্যিকের কাজ শেষ হয়ে যায় না; ব্যক্তি ও ব্যবহারিক জীবনে এর চর্চা অতীব জরুরি। সার্থক শিল্পকর্মের জন্য এটি একান্তভাবে কাম্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সারাদেশ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শতাধীক কবি ও সাহিত্যিকদের মাঝে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলাচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল, বিজ্ঞ জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু, কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরির সদস্য সচিব বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক ড. আমানুর আমান, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের (কেপিসি) সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটি একটি লিখিত দলিল। সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বদা সংবিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংবিধানের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার

প্রত্যয়ে কাজ করে যেতে হবে।

সভায় বক্তারা বলেন, পৃথিবীতে যত সংবিধান হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান অন্যতম। আর এই সংবিধানকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সকলের।

বক্তারা আরও বলেন, ৪ নভেম্বর বাঙালি জাতির এক ঐতিহাসিক দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ১১ মাসের মধ্যে এদিনে গৃহীত হয়েছিল বাঙালি জাতির অধিকারের দলিল, বহুল আকাঙ্ক্ষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

সরকারের কর্মচারীরাই সংবিধানের ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখ করে সকলকে নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাসরিন আক্তার বানু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন, জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নূরে সফুরা ফেরদৌস, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধন কুমার বিশ্বাস, সহকারী কমিশনার ভূমি দবির উদ্দিন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক এম লিটনউজ্জামান, সাপ্তাহিক প্রভাষণ পত্রিকার সম্পাদক আক্তারুজ্জামান মৃধা পলাশ, দৈনিক দেশের বানী পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এসএম জামালসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ‘সংবিধান বিল’ হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণজয়ন্তীতে ৪ নভেম্বরকে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। এবার থেকে প্রতি বছর ৪ নভেম্বর ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে পালিত হবে।

মিরপুরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আহাম্মদ আলী।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বারুইপাড়া ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ছানাউল্লাহ।

কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মুজতবা কামালের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎসাহী সদস্য উফান আলী মেম্বার, কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হামিদুল ইসলাম, মশান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদ, বলিদাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আলম স্বপন, ছত্রগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খায়রুজ্জামান, মশান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামিদা খাতুন (মলিনা), হাজরাহাটি যৌথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বশির আহমেদ, কেএসএস নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমল কুমার বিশ্বাস, তেঘরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোজিনা পারভীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিবার রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজন আলী, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোশন অফিসার ইমাম মেহেদী, ট্রাষ্টি সদস্য জুলফিকার প্রমুখ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হৃদয় আলী এবং বিদায়ী শিক্ষার্থী সুলতান আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কাউসার আলী।

এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। আধুনিক শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে উঠতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে বলেও জানান তাঁরা।

বক্তারা আরও বলেন, মাদক থেকে দূরে থাকতে হবে, মেধা মননশীলতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে দক্ষ হয়ে মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তাই শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। এছাড়া আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ মুলক বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের জন্য ক্লিয়ার ফাইল, কলম, নোট ও স্কেল হিসেবে প্রদান করা হয়।

ইবি প্রেসক্লাবের সভাপতি হুরাইরা, সম্পাদক পাপ্পু

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ইবি প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন-২০২২ সম্পন্ন হয়েছে।

এতে দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আবু হুরাইরা সভাপতি এবং সমকালের মুতাসিম বিল্লাহ পাপ্পু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

সোমবার (৩১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস কর্নারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা নির্বাচিত হন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ফল ঘোষণা করেন ইবি প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) এ কে আজাদ লাভলু। এরপর প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সহ-সভাপতি রুমি নোমান (জাগো নিউজ) ও আহসান নাঈম (একুশে টেলিভিশন), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম রায়হান (ভোরের কাগজ), দপ্তর সম্পাদক মুনজুরুল ইসলাম নাহিদ (কালের কণ্ঠ), কোষাধ্যক্ষ আদিল সরকার (সময়ের আলো), প্রচার, প্রকাশনা ও সাহিত্য সম্পাদক রাকিব হোসেন রেদওয়ান (বাংলাদেশ প্রতিদিন), ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আজাহারুল ইসলাম (জনকণ্ঠ)।

কার্যনিবার্হী সদস্য সরকার মাসুম (দৈনিক যুগান্তর), তারিকুল ইসলাম (বাংলা নিউজ২৪), নুর আলম (একাত্তর পোস্ট), আবির হোসেন (ক্যাম্পাস লাইভ-২৪) এবং নাজমুল হুসাইন (বাংলা ট্রিবিউন)।

ফল ঘোষণাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এইচ এম আলী হাসান, পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ও ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শেলীনা নাসরীনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও শাখা ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন শিক্ষক-ছাত্র সংগঠনের নেতা- কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ট্রাক চাপায় কিশোরের মৃত্যু

কুষ্টিয়া কুষ্টিয়ায় ট্রাক চাপায় নাঈম (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হেয়েছে।

সোমবার রাতে কুষ্টিয়ার বটতৈল -পোড়াদহ সড়কের দোস্তপাড়া বিসমিল্লাহ অটো রাইচ মিলের সামনে এ দুর্গটনা ঘটে। নিহত নাঈম সদর

উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের স্বর্গপুর গ্রামের বাহারাইন প্রবাসী আলমেরপেুত্র।

বাবা প্রবাসে থাকায় নাঈম তার মা লতা খাতুনের সাথে নানার বাড়ি দোস্তপাড়ায় থাকতেন।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সামনের চাকা ব্লাস্ট করলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং পাখিভ্যান গাড়ী ট্রাকের নিচে চলে যায়। পাখি ভ্যানে থাকা নাঈম চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় কৃষক হত্যায় ৫ ভাইয়ের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জমাজমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়ে আপন পাঁচ ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে অর্থদণ্ডেরও আদেশ দেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দুজনের উপস্থিতিতে এই রায় দেন। রায়ে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ২৫হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর সাজার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, কুমারখালী উপজেলার মাঝগ্রামের বাসিন্দা মৃত রহমত সেখের ছেলে উজ্জল হোসেন(৪৭), জালাল উদ্দিন (৫৬), সেজ্জাত ওরফে সুজাত(৪৩), আব্দুল গফুর (৬৭) এবং সুজন হোসেন (৩৮)।

আদালতের মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ১১জুন রাত সাড়ে ১০টায় কুমারখালী উপজেলার খোদ্দবন গ্রামের আলিমদ্দিন সেখের ছেলে জামাল উদ্দিন সেখ নিজ ধানক্ষেতে সেচ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আসামিরা পূর্ব শত্রুতার জেরে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তারা জামাল উদ্দিন সেখকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এতে জামাল উদ্দিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই আফিল উদ্দিন সেখ বাদী হয়ে আটজনের নামোল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন কুমারখালী থানায়।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০০৮ সালের ০৭ জানুয়ারি ১২জনের বিরুদ্ধে কৃষক জামাল উদ্দিন হত্যায় জড়িত অভিযোগ এনে আদালতের চার্জশীট দাখিল করেন কুমারখালী থানার উপ পুলিশ পরিদর্শক সামছুল আলম সিদ্দিকী।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী জানান, কুমারখালী থানার জমি সংক্রান্ত দ্বন্দের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জামাল উদ্দিন নামের কৃষককে হত্যার দায়ে আপন পাঁচ সহোদরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ ২৫হাজার টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরও এক বছর সাজা খাটতে হবে তাদের। সেইসঙ্গে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ মামলায় মজনু, বিল্লাল, মো. হেলাল, জলিম উদ্দিন, সাকাই, দুলাল এবং আব্দুর রহিমকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

দৌলতপুরে পাখিভ্যানের চাপায় শিশু নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পাখিভ্যানের চাপায় দিশা আক্তার (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। রোববার দুপুরের দিকে উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের মাজদিয়াড় কারিতলা এলাকায় এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু একই ইউনিয়নের বৈরাগীরচর পূর্বপাড়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের মেয়ে এবং মাজদিয়াড় (কারিতলা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনরা জানান, দিশা খাতুন স্কুল ছুটি শেষে নিজ বাড়ী ফেরার পথে স্কুলের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী পণ্য বোঝাই একটি পাখিভ্যান তাকে চাপা দেয়। এতে শিশু দিশা গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দিশাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরে নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয় দৌলতপুর থানা পুলিশ। তবে নিহত শিশুর পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দৌলতপুর থানার ওসি মজিবুর রহমান।

কুষ্টিয়া সিটি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

বেঁচে থাকার জন্য শক্তি নয়, মেধার চর্চা করতে হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ার এই সিটি কলেজ এতো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা কেবল এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে। মেধার চর্চা করেই এই সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মানবিক হয়ে উঠতে হবে।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়া সিটি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি সব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আর এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে তার মনুষ্যত্ব, বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি। তবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র জীব, যাদের ক্রমাগত অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। শিক্ষা মানুষকে এ কাজে সহায়তা করে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আন্তাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক আসাদুল হকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ মতিয়ার রহমান মজনু, কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান, কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের

সহকারী অধ্যাপক হাসাবুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহিত কুমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোশন অফিসার ইমাম মেহেদী, রোটারীয়ান এ্যাড. মোসাদ্দেক আলী মনি প্রমুখ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সামিউর রহমান এবং দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রাজীব হোসাইন, মুসাব্বির আহমেদ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আবদুস সামাদ।

এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদক থেকে দূরে থাকতে হবে, মেধা মননশীলতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে দক্ষ হয়ে মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

তাই শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। এছাড়া আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ মুলক বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ।

পরে কলেজের দুই শিক্ষার্থী রুশনা খাতুন ও যুথী খাতুনের সড়ক দূর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।